খ্রীস্টারিরা বিশ্বাসীদের ভ্রান্ত করতে চায়

প্রেরিত শিষ্য যোহনের প্রথম পত্র ২ অধ্যায় ২৬-২৭ পদ

বিগত দুই সপ্তাহ ধরে আমরা খ্রীস্টারি তথা খ্রীস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় আগমনের মধ্যবর্তী সময়ে খ্রীস্টের বিপক্ষ হিসাবে বা খ্রীস্টের বিকল্প হিসাবে নিজেদের যারা পরিচয় দিয়ে খ্রীস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে আন্দোলিত করবে, তাদের সম্বন্ধে যীশু খ্রীস্টের প্রেরিত-শিষ্য যোহনের লেখা প্রথম পত্র থেকে শিখেছি। ১ যোহন ২:১৮-২৫ পদে, যোহন তার মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত সেই সমস্ত খ্রীস্টারি বা ভ্রান্তশিক্ষকদের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা লিখেছি। প্রথমতঃ ১৮ ও ১৯ পদে আমরা দেখেছি, তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তারা তাদের **ব্যক্তিগত ইচ্ছায় খ্রীস্টিয় সহভাগিতা থেকে নিজেদের পৃথকীকৃত করেছে**। আর তার দ্বারা তারা নিজেরাই এই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তারা কখনও মণ্ডলীর সত্য সভ্য-সভ্যা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ ২০-২৫ পদে, যোহন তার মণ্ডলীর খ্রীস্টারিদের সম্বন্ধে বলেছে যে, তারা **যীশুকে খ্রীস্ট বলে স্বীকার করে না**, যার অর্থ তারা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে না। এই কথার অর্থ হল, তারা পিতা ঈশ্বরকেও স্বীকার করে না।

আজ আমরা পরবর্তী যে দুটি পদ পড়েছি, সেখানে আমরা তাদের আরও একটি বৈশিষ্ট্যের কথা পাই। সেই বৈশিষ্ট্যটি হল, তারা সব সময় খ্রীস্টবিশ্বাসীদের ভুল পথে পরিচালিত করতে চায়। ২৬ পদে বলা হয়েছে, ***"যারা তোমাদের ভ্রান্ত করতে চায়, তাদের বিষয় এই সকল তোমাদের লিখলাম।"*** যোহন স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছে যে, সেই সমস্ত খ্রীস্টারির উদ্দেশ্য হল, মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের ভ্রান্ত করা। এখানে, বিশ্বাসীদের ***ভ্রান্ত*** করার জন্য যে গ্রীক শব্দ *(πλανώντων)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার ইংরাজি অনুবাদ হল *'to lead astray'* ***"বিপথে পরিচালিত করা"*** *(NIV, ASV); 'to deceive'* ***"প্রবঞ্চিত করা"*** *(NKJV, ESV); 'to seduce'* ***"ভ্রষ্ট করা বা পাপকাজে প্রলুব্ধ করা"*** *(KJV)* । ২ যোহন ৭ পদেও যোহন তাদেরকে প্রবঞ্চক *(deceiver)* বলেছে, *[*যদিও আমাদের বাংলা বাইবেলে তাদেরকে ***"ভ্রামক"*** (যার অর্থ শেয়াল, যারা ধূর্ত) বলা হয়েছে; কিন্তু ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের *The Calcutta Baptist Missionaries* দ্বারা গ্রীক থেকে সরাসারি বাংলা অনুবাদে এদেরকে ***"প্রবঞ্চক"*** বলা হয়েছে*]*। এর আগে, যোহন তাদের কেবল খ্রীস্টের বিপক্ষ এবং মিথ্যার যোগানদার বলে বর্ণনা করেছিল। কিন্তু সেই বর্ণনার মধ্যে যোহন যে কথার ইঙ্গিত দিয়েছিল, তা এখানে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে: সেই সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষক **মণ্ডলীর বিশ্বস্ত সভ্য-সভ্যাদেরও বিভ্রান্ত করতে চাইছিল**। তাই, তাদের চারদিকে ভ্রান্তশিক্ষকদের উপস্থিতির কথা কেবল জানাই যথেষ্ট নয়; কিন্তু তারা যে তাদের কাছে কতোখানি বিপজ্জনক, তা যেন মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা উপলব্ধি করে, সে কথাই যোহন এখানে তার পাঠকদের বলেছে। অর্থাৎ, ভাক্ত খ্রীস্ট ও ভাক্ত ভাববাদীদের আগমন ও তাদের দ্বারা মনোনীতরা পর্যন্ত প্রবঞ্চিত হবার বিষয় যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে যে ভাববাণী করেছিলেন (মার্ক ১৩:২২), তা পূর্ণতা লাভ করে চলেছে। এমন পরিস্থিতি যখন আসবে, তখন বিশ্বাসী আমাদের সাবধান থাকতে যীশু যে আদেশ করেছিলেন (মার্ক ১৩:২৩), যোহন এখানে তারই পুনরাবৃত্তি করেছে।

যোহনের সময় ভ্রান্তশিক্ষকরা যে কাজ করেছে, আজকের দিনের ভ্রান্তশিক্ষকরা সেই একই কাজ করে চলেছে। যে সমস্ত ভ্রান্তশিক্ষার দল *(Cult, Heretic or False Teacher)* আজ আমাদের চোখে পড়ে, তাদের খুব কম দলকে আমরা দেখতে পাই যে, তারা অবিশ্বাসীদের কাছে তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। আসলে, অবিশ্বাসীদের কাছে সাক্ষ্য দেবার মতো তাদের কাছে কোনও সুসমাচারই নেই; তাই তারা কখনও অবিশ্বাসীদের কাছে তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের কথা বলে না। পরিবর্তে, তারা তাদের বেশিরভাগ সময় খ্রীস্টবিশ্বাসীদেরকে নিজেদের মতবাদে পরিবর্তিত করার জন্য ব্যয় করে। এখন, বিশ্বাসীদের বিপথে পরিচালিত হবার কথা, পৌল তার পাঠকদের আগাম জানিয়েছিল: ***"কিন্তু আত্মা স্পষ্টই বলছেন, পরবর্তীকালে কিছু লোক ভ্রান্তিজনক আত্মাদের ও ভূতদের বিভিন্ন শিক্ষায় মন দিয়ে***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

বিশ্বাস থেকে সরে পড়বে'' (১ তীমথিয় ৪:১)। ১ করিন্থীয় ১১:৩-৪ পদে, পৌল তাদের শিক্ষাকে মিথ্যা মতবাদের দ্বারা প্রতারণার কাজ হিসাবেও বর্ণনা করেছে: *''কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, সাপ যেমন নিজের ধূর্ততায় হবাকে প্রতারণা করেছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রীস্টের প্রতি সরলতা ও শুদ্ধতা থেকে ভ্রষ্ট হয়। কোনও আগন্তুক যদি এমন আর এক যীশুকে প্রচার করে, যাকে আমরা প্রচার করিনি, কিম্বা তোমরা যদি এমন অন্য আত্মা পাও, যা প্রাপ্ত হওনি, বা এমন অন্য সুসমাচার পাও, যা গ্রহণ করনি . . .।''* এই সমস্ত লোকদের পৌল প্রতারক বলেও উল্লেখ করেছে, *''এরূপ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, প্রতারক কর্মকারী, তারা খ্রীস্টের প্রেরিতদের বেশ ধারণ করে। . . . কারণ শয়তান নিজে দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে। সুতরাং তার পরিচারকরাও যে ধার্মিকতার পরিচারকদের বেশ ধারণ করে, এ মহৎ বিষয় নয়; তাদের পরিণাম তাদের কাজ অনুসারে হবে''* (২ করিন্থীয় ১১:১৩-১৫)। তাই, যারা ''যীশুর নামে আমাদের কাছে আসে,'' বা ''বাইবেল বিশ্বাস করে'' বলে দাবি করে, আমরা যে তাদের প্রত্যেকের কথা গ্রহণ করব, তা নয়। আমাদের দেখতে হবে তাদের মধ্যে পৌল ও তার সঙ্গীদের মতো আচরণ আছে কি-না, *''বরং লজ্জার সমস্ত গুপ্ত কাজ জলাঞ্জলি দিয়েছি, ধূর্ততায় চলি না, ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ দিই না, কিন্তু সত্য প্রকাশ দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রত্যেক মানুষের সংবেদের কাছে নিজেদের যোগ্যপাত্র দেখাচ্ছি''* (২ করিন্থীয় ৪:২)।

এখন, ভ্রান্তশিক্ষকদের উপস্থিতি সম্বন্ধে কেবল জ্ঞান লাভ নয়, তারা যে বিশ্বাসীদের কাছে কতোখানি মারাত্মক ও বিপজ্জনক তা জেনে, তাদের দ্বারা বিশ্বাসীরা যাতে প্রতারিত না হয়, সেই কারণেই যোহন তাদের বিষয় পাঠকদের কাছে লিখেছে। অবশ্য, কেবল যোহনের লেখা এই পত্র দ্বারাই যে তারা ভ্রান্ত শিক্ষকদের প্রবঞ্চণা থেকে নিজেদের রক্ষা করবে, তা নয়; যোহনের লেখা থেকেও শক্তিশালী একটি কারণের কথা যোহন এখানে উল্লেখ করেছে, যার দ্বারা বিশ্বাসীরা রক্ষা পাবে। সেই কারণটি হল, *''আর তোমরা তাঁর (যীশুখ্রীস্ট) থেকে যে অভিষেক পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে আছে, এবং কেউ যে তোমাদের শিক্ষা দেয়, এতে তোমাদের প্রয়োজন নেই; কিন্তু তাঁর সেই অভিষেক যেমন সমস্ত বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, এবং তা যেমন সত্য, মিথ্যা নয়; এমন কি, তা যেমন তোমাদের শিক্ষা দিয়েছে, তেমনি তোমরা তাঁতে থাকো''* (২৭ পদ)। অর্থাৎ, তার পাঠকরা স্বয়ং যীশুখ্রীস্ট থেকে যে অভিষেক পেয়েছে, যা তাদের হৃদয়ে এখনও কাজ করে চলেছে, তা-ই ভ্রান্ত শিক্ষা বা মতবাদ থেকে তাদের রক্ষা করবে। পবিত্র আত্মার দ্বারা তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছেছে, আর সেই বাক্যই তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ভ্রান্ত শিক্ষায় পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। তাই, যে পবিত্র আত্মা তাদের হৃদয়ে বাস করেন, সেই পবিত্র আত্মার আভ্যন্তরীন শিক্ষার দ্বারা তারা সত্য শিক্ষা থেকে ভ্রান্ত শিক্ষাকে পৃথক করতে সক্ষম। এই কারণে, মণ্ডলীর শিক্ষকদের উচিৎ তারা নিজেরা যেন পবিত্র আত্মার শিক্ষার দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁরা নিজেরা যেন পবিত্র আত্মার অভিষেক প্রাপ্ত ব্যক্তি হন।

এখানে যে ***অভিষেকের*** *(anointing, unction, consecretion)* কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে যোহন ইতিমধ্যে ২০ পদে ***পবিত্রতম থেকে অভিষেক*** হিসাবে, বিশ্বাসী তার মনপরিবর্তনের সময় যে ঈশ্বরের বাক্য ও পবিত্র আত্মাকে পেয়েছে, তার কথা উল্লেখ করেছে। সেই কারণে, সমস্ত প্রকৃত বিশ্বাসী খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা সেই ঈশ্বরের বাক্য ও সেই আত্মার অভিষেক লাভ করেছে। তাই, ২৪ পদে, যোহন সেই ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাসীদের অন্তরে রাখতে বলেছে; এবং এখানে ২৭ পদে সেই পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের হৃদয়ে থাকার কথা বলেছে। এখন, ঈশ্বরের বাক্য ও পবিত্র আত্মা একসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে কাজ করায় আমরা সত্য ও মিথ্যা শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যকে উপলব্ধি করতে পারি। এখানে, পবিত্র আত্মার অভিষেকের অর্থ, বাইবেল বর্হিভূত বিভিন্ন তথ্য বা জ্ঞান লাভ নয়। কারণ পবিত্র আত্মা কখনও ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন না। তাই, যোহন তার পাঠকদের উৎসাহ দিয়ে বলেছে, তারা যেন ভ্রান্তশিক্ষকদের দ্বারা আকর্ষিত হবার পরিবর্তে পবিত্র আত্মার শিক্ষাকে ধরে রাখে। তাই, যোহন পবিত্র আত্মার শিক্ষাকে জ্ঞানের পর্যাপ্ত উৎস হিসাবে বর্ণনা করেছে ***(কেউ যে***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

তোমাদের শিক্ষা দেয়, এতে তোমাদের প্রয়োজন নেই, . . . সমস্ত বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছে); সেই শিক্ষাকে সত্য শিক্ষা বলেছে *(তা যেমন সত্য, মিথ্যা নয়)*; এবং তাদেরকে খ্রীস্টে থাকতে বলেছে, যার অর্থ তারা সত্য শিক্ষায় থাকবে *(তেমনি তোমরা তাঁতে থাকো)*। এই কারণে যে কোনও বাইবেল বর্হিভূত শিক্ষা, তা শুনতে যতই সুখকর হোক-না-কেন, আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

আজ আমি আপনাদের কাছে ভ্রান্তশিক্ষার একটি দল বা সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলতে চলেছি। তাদের বিভিন্ন ভ্রান্তশিক্ষার সঙ্গে আমি যখন আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব, তখন আপনারা অনায়াসে তাদের সেই সমস্ত শিক্ষা যে ভুল, তা ধরতে পারবেন; কারণ, আপনাদের অন্তরে বাসকারী পবিত্র আত্মা ও ঈশ্বরের বাক্য তাদের চিনিয়ে দেবে। এদের উৎপত্তি দক্ষিণ কোরিয়ার মণ্ডলীতে। এরা নিজেদের *Christian Evangelical Baptist Church* বলে পরিচয় দিলেও, কোরিয়ার মূল ব্যাপ্টিস্ট চার্চ বা *Christian Baptist Church of Korea*-র সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই। পরিবর্তে এরা যে নামে বেশি পরিচিত, তা হল "**গুয়নফা,**' যার অর্থ *'পরিত্রাণের দল' বা 'পরিত্রাণের গুণ্ডা' (কোরিয় ভাষায় 'গুয়ন' শব্দের অর্থ পরিত্রাণ; এবং 'ফা' শব্দের অর্থ 'দল')*। কোরিয়াতে খুবই কুখ্যাৎ হওয়ায়, এখন বিদেশের মাটিতেও এরা এদের আস্তানা গড়া শুরু করেছে; বিদেশের মাটিতে এদের সংস্থা "*Good News Mission*" নামে পরিচিত। কয়েক বৎসর আগে থেকে এরা ভারতের উড়িষ্যা, মোম্বাই, চেন্নাই, প্রভৃতি স্থানে কাজ শুরু করেছে। গত বৎসর থেকে কলকাতা ও নাগাল্যাণ্ডেও কাজ শুরু করেছে। অতি সম্প্রতি এদের কয়েকটি পরিবার কলকাতায় এসে পাকাপোক্তভাবে বিশ্বাসীদের ভ্রান্ত পথে পরিচালনা দানের কাজ শুরু করেছে। এদের মধ্যে আবার কয়েকটি শাখা আছে, তাদের মধ্যে **ওক-সু পার্ক** এবং **ইয়োহান লীর** দলের লোকেরা কলকাতায় এসেছে। ওক-সু পার্কের সাঙ্গপাঙ্গরা (জি-হোয়ান ছা) এখন কেষ্টপুরে গুড নিউজ কলকাতা চার্চ নামে কাজ করছে; আর ইয়োহান লীর লোকরা প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে সাউথ-সিটি টাওয়ারে বাস করছে ও কাজ করছে।

অন্যান্য ভ্রান্তশিক্ষার সাঁকরেদদের ন্যায় এরাও বেছে বেছে খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে যায় এবং তাদের বিপথে পরিচালিত করে। ইতিমধ্যে হয়ত এরা আপনাদের বাড়ী পরিদর্শন করে ফেলেছে। বিশ্বাসী আমার কাছে যখন তারা তাদের বিশ্বাসের কথা বলতে আসে, তখন আমি সহজেই তাদের বলতে পারি যে, *"আমি বিশ্বাসী, আপনারা অবিশ্বাসীদের কাছে প্রচার করতে যান।"* এই কথা শুনে তারা এমন কথা বলে থাকে, *"আপনি যে সুসমাচার জানেন, তা ঠিক নয়; তাই, আপনার কাছে আমরা সত্য সুসমাচার দিতে এসেছি।"* যাইহোক, এখনও যদি না এসে থাকে, তাহলে জানবেন, এরা আপনাদের কাছে এসে নিজেদের খ্রীস্টবিশ্বাসী বা বাইবেলবিশ্বাসী বলে পরিচয় দেবে, এবং আপনাকে আপনার **পরিত্রাণের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করবে**। এখন, আপনি যদি আপনার পরিত্রাণের নিশ্চয়তার কথা এদের বলেন, এরা এই সময় আপনাকে প্রশ্ন করবে আপনি কি এখনও আপনার কৃত পাপ থেকে ক্ষমা পাবার জন্য অনুতাপ করেন? এই সময় আপনি যদি বলেন, হ্যাঁ, আমি আমার প্রাত্যহিক পাপের জন্য প্রভুর কাছে ক্ষমা চাই (প্রভু যেমন আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, *"**আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর . . .**"*); তাহলে, এরা বলবে, আপনি এখনও পরিত্রাণ পাননি। কারণ, *এদের চিন্তায় কৃত পাপের জন্য অনুতাপ কেবল পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রয়োজন। তাই, একবার ঈশ্বরের কাছে অনুতাপ করার দ্বারা আমরা যেহেতু আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ থেকে ক্ষমা পাই, সেইহেতু পরিত্রাণ পাবার পর আর অনুতাপ করার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই, পরিত্রাণ লাভের পর যদি কেউ অনুতাপ করে, তা প্রমাণ করে যে, সে এখনও পাপ থেকে ক্ষমা পাবার নিশ্চয়তা লাভ করেনি। ফলস্বরূপ, বিশ্বাসী হয়েও যারা তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করে, তারা এখনও পরিত্রাণ পায়নি, তারা সকলে নরকে যাবে। এই কথার পক্ষে তারা ১ যোহন ৩:৬ পদ **(যে কেউ তাঁতে থাকে, সে পাপ করে না; যে কেউ পাপ করে, সে তাঁকে দেখেনি এবং জানেও না)** বা ৩:৯ পদের **(যে কেউ ঈশ্বর থেকে জাত, সে পাপচরণ করে না, কারণ তাঁর বীর্য্য তার অন্তরে থাকে; এবং সে পাপ করতে পারে না, কারণ সে***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

ঈশ্বর থেকে জাত) *কথা বলে।* যোহনের এই কথার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ অস্বীকার করার কারণেই তারা এই বাক্যের এমন ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে; কারণ ১ যোহন ১ অধ্যায়ে এর আগে যোহন স্পষ্ট করে বলেছে, ***"আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নেই, তবে নিজেরা নিজেদের ভুলাই, এবং সত্য আমাদের অন্তরে নেই। আমরা যদি আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করবেন . . .''*** (১ যোহন ১:৮-৯)।

আবার, এরা যখন আপনার কাছে আসে, তখন প্রথমে প্রশ্ন করে, *"আপনি পাপী, না ধার্মিক?''* এখন, আপনি যদি বলেন যে, *"আমি পাপী,''* তাহলে এরা বলবে, *"স্বর্গ যেহেতু ধার্মিকদের যাবার স্থান এবং নরক যেহেতু পাপীদের যাবার স্থান, আপনি নরকে যাবেন!''* নিঃসন্দেহে, যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হয়েছি। কেবল খ্রীস্টের ধার্মিকতার গুণেই পাপী আমরা ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক হিসাবে গৃহীত হয়েছি। এখন, ধার্মিক সাব্যস্ত হওয়া সত্বেও, এই জগতে আমরা যতদিন বেঁচে থাকি আমরা পাপ করি। আমরা পৌলকেও দেখেছি এই কথা স্বীকার করতে, ***"খ্রীস্ট যীশু পাপীদের পরিত্রাণ করার জন্য জগতে এসেছেন; তাদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য (বর্তমান কাল)''*** (১ তীমথিয় ১:১৫)। ১৩ পদে পৌল নিজের **অতীত জীবনের** কথা বলতে গিয়ে, ***"যদিও পূর্বে আমি ধর্মনিন্দক, তাড়নাকারী ও অপমানকারী ছিলাম (অতীত কাল) . . .।''*** কিন্তু ১৫ পদে, পৌল তার **বর্তমান পরিস্থিতি** স্বীকার করতে গিয়ে ***"পাপীদের মধ্যে অগ্রগণ্য''*** বলে স্বীকার করেছে।

কেবল তাই নয়, তারা আপনাকে আপনার পরিত্রাণের দিন ও সময় জানতে চাইবে। কারণ, *এরা বলে যে আপনি যে পরিত্রাণ পেয়েছেন, তার প্রমাণ হল, আপনি আপনার পরিত্রাণের দিনক্ষণ স্মরণ করতে পারেন।* আমাদের শারিরিক জন্মের সঙ্গে আত্মিক জন্মের এমন সহজ ও সমান্তরাল সমীকরণ কখনও বাইবেলভিত্তিক নয়। কারণ, পরিত্রাণের দিনক্ষণকে নির্দেশ করতে না পারলেও, আমরা অবশ্যই পরিত্রাণের নিঃশ্চয়তা লাভ করতে পারি।

অন্যদিকে, এরা আবার বিশ্বাসীদেরকে ব্যবস্থা বা বিধান পালন থেকে দূরে থাকতে লোভ দেখায়। *এদের যুক্তি হল, খ্রীস্টের ক্রুশে সমস্ত বিধান পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই, যে ব্যক্তি তার পাপ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে, তার আর বিধান পালনের কোনও প্রয়োজন নেই। তাই প্রভুর দিনেকে পবিত্র বলে মান্য করার কোনও প্রয়োজন নেই, দশমাংশ দানের কোনও প্রয়োজন নেই, উপবাস বা প্রার্থনাশীল জীবনের কোনও প্রয়োজন নেই।* এখন, এইভাবে ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার অর্থ হল, পাপকে অস্বীকার করা; কারণ ***"ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে''*** (রোমীয় ৩:২০)। *এই কারণেই তারা এমন কথা বলে যে, পরিত্রাণ পাবার পর যদি কেউ পাপ করে, তার অনুতাপ করার কোনও প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, এরা পাপ করার ছাড়পত্র দিচ্ছে; যেহেতু, সেই পাপ করেও সে পাপী হয় না। তার মানে বিশ্বাসীর শুদ্ধিকরণ বা পবিত্রীকরণ জীবনের কোনও প্রয়োজন নেই।* পরিবর্তে, বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, খ্রীস্টের ক্রুশের দ্বারা দেশ ও জাতি হিসাবে ইস্রায়েলের জন্য পুরাতন নিয়মে যে সমস্ত সরকারী বিধান *(civil laws)* ছিল, এবং ত্বকচ্ছেদ বা বলিদান বা উৎসব সম্বন্ধীয় বিধান *(ceremonial laws)* ছিল, তা লোপ পেলেও; সমস্ত নৈতিক বিধান *(moral laws)* নতুন নিয়মেও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রযোজ্য।

উপরের এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থেকে এ কথা খুবই পরিষ্কার যে, *"গুয়নফার''* শিক্ষা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই কারণে, কোরিয়ার সমস্ত সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মণ্ডলী (প্রেজবিটেরিয়ন, মেথোডিস্ট, ব্যাপ্টিষ্ট, হোলিনেস, ইত্যাদি) *"গুয়নফাকে''* ভ্রান্তশিক্ষা *(Cult)* হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। এদের থেকে সাবধান থাকতে মণ্ডলীর সমস্ত বিশ্বাসীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মণ্ডলীর সমগ্র ইতিহাসে, আদি মণ্ডলী থেকে শুরু করে এই একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন ভ্রান্তশিক্ষা ছিল, আছে ও থাকবে। কারণ, আমাদের প্রভু স্বয়ং গমের সঙ্গে শ্যামাঘাষের একসঙ্গে বৃদ্ধি পাবার কথা বলেছেন (মথি ১৩:২৪:৩০, ৩৬-৪৩)। একসঙ্গে বৃদ্ধি পেলেও, শস্যচ্ছেদনের সময় তাদের পৃথক করা হবে। কিন্তু তাদের বিষয় সাবধান থাকতে প্রভু আমাদের তাঁর বাক্য ও পবিত্র আত্মা দিয়েছেন। তার দ্বারা আমরা তাদের ফল দেখি ও চিনতে পারি (মথি ৭:২১)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)